ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৬ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | নভেম্বর-২০১৮/২৫৬২—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

ভারতীয় সমাজ জীবনে কিছু কিছু বৈষম্য এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে তাকে আলাদা ভাবে কখনো ভাবা হোতনা। খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তা মেনে চলা হোত। কখনো তাকে ভাগ্য-দোষ হিসেবে দেখা হোত, কখনোবা দৈব নির্দেশ। দৈব ছাপটা যুক্ত থাকায় কারুর মনেই বিপরীত কোন ভাবনা কখনোই দেখা দিতনা। যেমন 'সতীদাহ প্রথা', 'দেবদাসী প্রথা' 'ভূমিদাস প্রথা' ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রথা যে 'কু' মানুষ সে কথা মনেই করতনা। ধর্মের অজুহাতে এই প্রথাগুলিকে গরিমাময় করে দেখানো হোত। গরিমার মিথ্যা আবরণ সরিয়ে এই প্রথা গুলিকে কু-প্রথা বলে অভিহিত করলে ব্রাহ্মণদের রোশানলে পরতে হোত। ব্রাহ্মণদের রোশানল অগ্রাহ্য করে রুখে দাঁড়ানোর মতন মেরুদন্ডের জোর বেশী মানুষের ছিলনা। যাদের ছিল তারা দুদর্মনীয় একক প্রচেষ্টায় তীব্র বাধার মুখে লড়াই চালিয়ে গেছেন। আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। যেমন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রমূখ ব্যক্তিরা। ধর্মের আবরনের আড়ালে লুক্কায়িত এই প্রথা গুলিকে মানুষ কিভাবে মান্য করত সে কথা ভেবে আমরা আশ্চার্যান্বিত হই। এখন একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও আমরা সমাজ থেকে সেই সব কু-প্রথাগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছি? আজও কি মাঝে মাঝেই বাল্য বিবাহ, ডাইনি, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতে দেখছিনা?

শুভ প্রবারণা উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বর্তমান সমাজের নীতি নির্ধারকরা সবাই রাজনীতির মানুষ। রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা। সেই লক্ষ্যে পথ চলতে গিয়ে অনেক সামাজিক অন্যায়কে উপেক্ষা করা হয়। দলের স্বার্থে সেই অন্যায়কে ন্যায়ের মোড়কে চালানো হয়। ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রেও আমরা দেখেছি এক মহিলা লেখিকাকে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল শুধু মাত্র এক ধর্মীয় গোষ্ঠির অন্যায় আব্দার তুষ্ট করতে। এইসব রাজনীতিকদের মাথায় সমাজকল্যাণের কথা কখনোই বড় হয়না। এমনও দেখা যায় যে কলকাতার বাঙালী বৌদ্ধদের সর্ব প্রাচীন পিঠস্থানটিতে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে সাধারনের প্রবেশ নিষেধ করে সেখানে ইলেকশন বুথ করা হলো। বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের বিহারে তাদের প্রবেশ নিষেধ করা হোল। এই রাষ্ট্রটিকে কি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যায়? অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দিরে তাদের উৎসবের দিনে প্রবশে নিষেধ করার কোন ঘটনা কি কোনদিন ঘটেছে?

সমাজ নেতাদের মঙ্গল-দৃষ্টি যখন রুদ্ধ হয় তখন আদালতই পারে তার সমাধান দিতে। চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধদের 'মগ' প্রতিপন্ন করে তপশিলী

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালন

বিগত ২৮শে জুলাই ২০১৮ (শনিবার) ভারতীয় সংঘরাজ ভি(মহাসভার প্রথম সংঘরাজ তথা পালি ভাষা এবং সাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম শি(ক-গবেষক ''পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের'' ১১৮তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হল মধ্যকোলকাতাস্থ মহাস্থবিরের নামাঙ্কিত ''ধর্মাধার শতবার্ষিকি ভবনের'' প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজক ছিলেন ''পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'', নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'' এবং সহায়ক সংস্থা ''বিদর্শন শি(া কেন্দ্র''। এইদিনের অনুষ্ঠানে সকালে পঞ্চশীল গ্রহণ, বুদ্ধপূজা, মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণ এবং সঙ্ঘদানের কর্মসূচী ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এতদুপলে(''পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির দশম স্মারক বক্তৃ(তা'' প্রদান করেন বিশিষ্ট শি(াবিদ অধ্যাপক বারিদবরণ দাস। বুদ্ধের শি(ায় মানবিকতার সর্বজনীনতা সম্পর্কে গবেষণামূলক বি(েষণ এই আলোচনায় বারে বারে অনুরনিত হয়েছে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ এই মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী আলোচনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃ(তা প্রদান করেন বিদর্শন শি(া কেন্দ্রের অধ্য(শ্রীমৎ বুদ্ধ র(িত মহাস্থবির। সভায় পৌরহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংঠনের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ৬ই অক্টোবর, ২০১৮ শনিবার অপরাহ্(৫.৩০ ঘটিকায় ৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারী রোড) কলকাতা-১৫ সংগঠনের নিজস্ব অফিসে নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন তথা All India Federation of Bengali Buddhists-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। বর্তমান সময়ে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা, যথা—সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যা, যুবক যুবতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা প্রমুখ নানাবিধ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। উপস্থিত সকলে এই আশাপোষণ করেন যে, সংগঠন আলোচিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানের (ত্রে উপযুক্ত(ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

উপজাতির প্রদেয় সুবিধা আদালতের নিকট থেকেই আদায় করে নিতে হয়েছে। অতি সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এমন একটি রায় দিয়েছে যা দুর্বল-মেরুদন্ড সমাজ নেতাদের কাছ থেকে কোনদিনই পাওয়া যেতোনা। বলা হয়েছে পরকীয়া এখন থেকে আর ফৌজদারী অপরাধ নয়। ১৫৮ বছরের পুরোনো বৃটিশ আমলের আইন বাতিল করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দিল সুপ্রীম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সম্মতিক্রমে ৪৯৭ ধারা খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে এই আইন অসাংবিধানিক, প্রকাশ্য স্বেচ্ছাচারের সমান, প্রাচীন পন্থী এবং সমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থীও বটে। এই আইন নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আঘাত হানে এবং এর জন্যই একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে 'সম্পত্তি' হিসেবে গন্য করে। তাই গতিশীল বিশ্ব সমাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে এই ঔপনিবেশিক আইন বাতিল হওয়াই প্রয়োজন। অর্থাৎ শীর্ষ আদালতের এই রায়ে পরকীয়ায় দোষী সাব্যাস্ত হলে তার জন্য আর জেল যাত্রা হবেনা। বেশ কথা তবে এখানে ব্যবহৃত পরকীয়া শব্দটি মোটেই সম্মানজনক শোনাচ্ছেনা। পরিবর্তে 'বিবাহ বহির্ভূত ভালোবাসা' জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে এর ফলে সমস্ত নারীই বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পরতে পারে। ভারতীয় নারীদের চরিত্রকে এমন ঠুনকো ভাবারও কোন কারণ নেই। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি

শীর্ষ ন্যায়ালয়ের আরেকটি যুগান্তকারী রায় হোল সবরীমালা মামলার রায়। সমরীমালা কেরালার পেরিয়োর ব্যঘ্র প্রকল্পের ভেতরে অবস্থিত একটি হিন্দু মন্দির। এটি খুবই মাহাত্ম্য পূর্ণ একটি মন্দির। এই মন্দিরে তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা ভারতবর্ষে সর্বাধিক। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে লর্ড শিব ও লর্ড বিষ্ণুর পুত্র লর্ড আয়াপ্পা-র মন্দির এইটি। একবার লর্ড বিষ্ণু ভস্মাসুরকে দমন করার জন্য মোহিনীরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। সেই সময় লর্ড শিব মোহিনীর রুপে মোহিত হন এবং তাদের মিলনে লর্ড আয়াপ্পার জন্ম হয়। এই আয়াপ্পা যখন কিশোর সেই সময় এক দুষ্ট দানবী ভীষণ অত্যাচার করতে শুরু করেন। সেই দানবী আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন যে শিব এবং বিষ্ণুর পুত্র ব্যতীত অন্য কারুর দ্বারাই তিনি পরাস্ত হবেন না। সেই সময় আয়েপ্পাই তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন দেখা গেল যে সেই দানবী আসলে একজন শাপগ্রস্ত সুন্দরী রমনী। তিনি আয়াপ্পাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু আয়াপ্পা সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন তিনি বনে গিয়ে উপাসকগ মন্ডলীর প্রার্থনা শোনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু রমনী তার কথা না শুনে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন লর্ড আয়াপ্পা তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে যেদিন উপাসক মন্ডলীর প্রার্থনা নিয়ে আগমন বন্ধ হবে সেই দিনই তাকে বিবাহ করবেন। রমনী তার জন্য অপেক্ষা করতে সম্মত হলেন। পাশের একটি মন্দিরে তিনি অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। সেই স্থানটি মলিকাপুরথম নামে পুজিত হয়। সেই থেকে লর্ড আয়েপ্পা কোন ঋতুমতী নারীকে মন্দিরে প্রবশে করতে দেননা। ঋতুমতী মহিলারাও ঐ রমনীকে সম্মান জানাতে সবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ করেননা। আরেকটি প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে এই যে লর্ড আয়েপ্পা কোন কাল্পনিক ব্যক্তি নন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ..... (Panthalam) রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবারটি কেরালার পথ্থনমথ্থিত্বা (Patthanamthitta) জেলায় অবস্থিত। সবরীমালা মন্দিরটিও এই জেলায় অবস্থিত। কথিত আছে বাবর নামে একজন আরব আক্রমনকারী আয়েপ্পাকে আক্রমন করেন। আয়েপ্পা তাকে পরাজিত করলে বাবর তার অনুগত হয়ে পরে। লর্ড আয়েপ্পা সবরীমালা মন্দিরে অবস্থান করেন আর বাবর সমরীমালা থেকে ৪০ কি.মি. দুরে এরুমেলি (Erumeli)-তে একটি মন্দিরে বাস করেন। সাবরীমালা দর্শনার্থী সমস্ত মানুষকে রক্ষা করা তার কাজ। কথিত আছে আয়েপ্পা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে সবরীমালা দর্শনার্থী সমস্ত মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। তিনি পার্থিক সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করেছিলেন। নাড়ী সংসর্গ পরিত্যাগও তিনি এই কারণেই করেছিলেন। এই কারণের ১০ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ঋতুমতী নারীদের সবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হোতনা। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এই প্রথা মানুষের মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সহজ সত্য কথা ধর্মের চশমা চোখে দিয়ে দেখতে গিয়ে তারা অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়ে পরেছিল। সম্প্রতি পাঁচজন সাহসী মহিলা আইনজীবী দশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী ঋতুমতি মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেরালা উচ্চন্যায়ালয়ে আবেদন করেন। সেখানে হের গেলেন তারা সর্ব্বোচ্চত আদালতে আবেদন করেন। সর্বোচ্চ আদালত সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই ঐতিহাসিক রায় দেন। কিন্তু রাজ্য সরকার উচ্চন্যায়ালয়ের এই আদেশ কার্যকর করতে গিয়ে বিপেদ পরে গেছে। মন্দির কমিটি ও সাধারণ জনগণ এই আদেশ কার্যকর করতে বাধা দিচ্ছে। কি অবস্থা একবার ভাবুন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি অবৈজ্ঞানিক ভাবনায় মানুষ কেমন অবলীলায় সোচ্চার হচ্ছে। মিয়ানমারেও অনেক বুদ্ধ বিহারে দেখা গেছে মন্দিরের কেন্দ্র স্থলে নারীদের যেতে দেওয়া হয়না। একটা ব্যারিকেড থাকে যার ওপরে যাওয়া মহিলাদের নিষেধ।

এইখানে আমাদের মনে হয় প্রজ্ঞার কথা। শিক্ষিত হলেই মানুষ প্রাজ্ঞ হয়না। প্রজ্ঞা হচ্ছে সেই জ্ঞান যা মানুষকে সত্য দর্শন করায়, যা মানুষকে সত্য দর্শন করতে শেখায়। বুদ্ধের সময়কালেও আমরা গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে এমন বাধা আসতে দেখেছি। আম্বেদকরের সময়কালেও আমরা একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি। বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহনের সময়কালেও দেখেছি। আর দেখছি এই একবিংশ শতাব্দীতে। মহামানব বুদ্ধের অনুসারীরা সহজাত ভাবে এই সংস্কার থেকে মুক্ত। তাই ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই আশ্চর্য জনক। হিন্দু সমাজে এখনও দেখা যায় নারীরা ঋতুমতী অবস্থায় পূজা করতে অথবা পূজা সংক্রান্ত কোন কাজ করতে পারেনা। ঋতুমতী হওয়াটা কি অসুচীকর কোন ব্যাপার? তেমনটাইতো মানা হয়। একজন বুদ্ধিমান বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ কি বলবে? সবাই বিষয়টা একটু ভাবুনতো। ভাবুনতো শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অনেক প্রগতিশীল মানুষকেও আমরা দেখি মোচা ভাত তুলতে। আসলে কু-সংস্কার গুলিকে বর্জন করতেও দুর্জয় সাহসের প্রয়োজন। সমাজকে সেই সত্য দর্শনের পথে নিয়ে যাবার মতো সাহসী পুরুষ কোথায়? তাই আদালতকে এখন সেই কাজ করতে হচ্ছে। আর তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল প্রথম বৌদ্ধ বিদ্যা অধ্যয়নের সম্মেলন

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যায় ও ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ (আই.এস.বি.এস) এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের ১৮তম বার্ষিক কনফারেন্স কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এই অনুষ্ঠান চলেছিল ২৮-৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এইটাই ছিল বুদ্ধিস্ট সংবিধানের উপর প্রথম সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিস্ট আইডিয়ার সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের পরিচয় করা। সেই সঙ্গে তাদের মনে মূল্যবোধ গড়ে তোলা। মানুষের ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা সহ সর্বোপরি ভাল মানুষ কীভাবে হওয়া যায় সেই সব কথাই আলোচনা হয় এই তিন দিনের সম্মেলনে। এইসব কথা জানালেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শঙ্কর কুমার ঘোষ।

আই এস.বি.এস.-এর সেক্রেটারি অধ্যাপক বৈদ্যনাথ লাভ বলেন পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বেছে নিয়েছি তার কারণ পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে অসংখ্য অহিংস মানুষ আছেন, যাঁরা অনেক সময়ে বৌদ্ধভাবনার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পান না। তাদের কাছে সততার কথা, ভালো মানুষ হওয়ার কথা তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন— "আমার খুব ভালো লাগছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেক ছাত্র, গবেষক এখানে যোগ দিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন—জম্মু, পাতিয়ালা, পাঞ্জাব, দিল্লী, চন্ডীগড়, উদয়পুর, ঔরঙ্গবাদ, আলিগড়, কলিকাতা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপকরাও এসেছেন। তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশতের উপরে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানা গেল যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে একই ছাতার তলায় একত্রিত করা এবং বিভিন্ন বৌদ্ধবিদ্যার বিষয়গুলি বিশেষত পালি, সংস্কৃত, ইতিহাস, সাহিত্য, আর্কিওলজি, দর্শন, তিব্বতী, সিংহলীজ, বর্মীয়, থাই, কেরিয়ান, জাপানিজ, মোঙ্গোলিয়ান, সমসাময়িক এবং প্রায়োগিক বৌদ্ধবিদ্যা, বৌদ্ধ ভ্রমণ ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক মত ও ভাব বিনিময় করা।

এই কনফারেন্সের লোকাল সেক্রেটারি কুহেলী বিশ্বাস বলেন—ক্লাসের পড়াশোনা, একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ। তার থেকে যখনই অধিক জানার প্রয়োজন হয় তখন দরকার সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপের। এই কনফারেন্সে আমরা বুদ্ধ ভাবনা সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারব। বিভিন্ন প্রদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা ইতাদি আমরা জানতে পারব।

এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অরবিন্দ পি.জামখেদখর (চেয়ারম্যান আইসিএইচ আর, নিউ দিল্লি) অধ্যাপক এস.আর. ভাট (চেয়ারম্যান আই.সি.পি. আর, নিউ দিল্লি), অধ্যাপক দিলীপ কুমার মোহান্ত (প্রাক্তন উপাচার্য-কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ।

সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহোস্থবিরের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের (১৯১৯-২০০৭) শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত নানাবিধ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে— (১) একটি দশদিনের আবাসিক বিদর্শন ধ্যানশিবির (৫-১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৮), (২) শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান—এপ্রিল, ২০১৯, (৩) স্মরণীকা প্রকাশ।

মহাস্থবিরের সকল অনুরাগীদের এইসকল কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

নিবেদক, শ্রীমৎ বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির
অধ্যক্ষ, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কলকাতা-১৫
যোগাযোগ-৯৪৩৩৭১৫৪৮২

বুদ্ধের পথেই শান্তি খুঁজছে বহুজন সমাজ

ওঁরা হিংসা চান না। হিংসা ছড়ানোর কাজে তাঁদের ব্যবহার করা হোক, সেটাও চান না। তাই শান্তির ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শহরে গ্রামে মফস্‌সলে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন ওঁরা। রবিবার এমন কারণকে সামনে রেখে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন কয়েকশো দলিত, নমশূদ্র, বহুজন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ।

১৪ই অক্টোবর রবিবার মহাপঞ্চমীর দিনই ছিল বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের 'সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন' উদযাপন দিবস। ১৯৫৬ সালের এই দিনেই বাবাসাহেব তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই দিনটিকেই স্মরণ করতে প্রথমবার সভা বসেছিল কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজকদের দাবি, এ রাজ্যের বাসিন্দা প্রায় ২২৫ জন দলিত, বহুজন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন ওড়িশা, বিহার, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র থেকে আসা বহু সমাজকর্মী ও ধর্ম বিশারদ। আয়োজক সংস্থার তরফে কর্ণেল সিদ্ধার্থ ভারতে বলেন, 'যুদ্ধ চাই না, বুদ্ধ চাই। এই হল আমাদের মূল বার্তা।' দলিত অধিকার নিয়ে লড়াই করা শরদিন্দু উদ্দীপনের বক্তব্য, 'আজও অস্পৃশ্যতা, জাতিগত হিংসা, বর্ণধর্মের ভেদাভেদ সমাজে ভীষণ ভাবেই রয়েছে। দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উপর অন্যায়, অত্যাচার প্রকাশ্যে ঘটছে। আমরা চাই বাবা সাহেবের আদর্শে বর্ণপ্রথা ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটাতে।'

এই দিন সস্ত্রীক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন হুগলির জনাইয়ের বাসিন্দা পরিমল ও রেবা মল্লিক। পরিমল পেশায় হুগলির একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক। কেন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন? পরিমলের ব্যাখ্যা, 'আজও যে সব স্কুলে তফসিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়েন, সেখানে উচ্চবর্ণের অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে চান না। এই বিষম পরিস্থিতির অবলুপ্তি চাইতেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করা।' দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা সুজয় সর্দারের কথায়, 'গ্রামে শহরে নানা প্রান্তে দলিত সম্প্রদায়কে হিন্দু-মুসলিম তকমা ব্যবহার করে অনেকে অশান্তি ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করছেন। আমরা আর নিজেদের এ ভাবে ব্যবহার হতে দিতে চাই না।'

এ ব্যাপারে তৃণমূলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দল এবং সরকারে দলিত সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি রয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। তবে কেউ যদি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হতে চান, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।' আরআরএস-এর তরফে বিষ্ণু বসুর মূল্যায়ন, 'পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের মুখে পড়েছেন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরাই। তবে তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের সম্প্রসারিত অংশ।" সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামচন্দ্র ডোমের বক্তব্য, 'প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে এই পথ ওরা বেছে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ভেদাভেদ শেষ করতে প্রয়োজন লাগাতার গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের।

(সৌজন্যে ঃ এই সময়)

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যায়নের মাধ্যমে আত্মআস্রব মুক্তি যজ্ঞ

বন্দনা শীল ভট্টাচার্য

পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মধ্যকলিকাতাস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এ ২০১৮-র আগস্ট মাসে আয়োজিত হল (প্রতি শনিবার ও রবিবার দুপুর ৩.৩০ মি.—৫.৩০মি.) একমাসব্যাপী বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালা। বিগত দুই বৎসরের অসামান্য সাফল্যের পর এটি ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালার তৃতীয় বৎসর। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু করে দীর্ঘ তিন মাস ধরে চলে বৌদ্ধদের অতিপবিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ বর্ষাবাস'। এই বর্ষাবাসের মধ্যেই ১১ই আগস্ট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্মশালার শুভ সূচনা করেন পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। বুদ্ধ বন্দনা এবং পঞ্চশীল অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হয় প্রথম দিনের কার্যসূচী। উক্ত দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "বর্ষাবাসের গুরুত্ব"। বিদর্শনাচার্য ধর্মপ্রাণ শুচিগবেষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ ও বর্ষাবাসের গুরুত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একমাসব্যাপী বৌদ্ধ অধ্যায়ন শিবিরের তৃতীয় বৎসরের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। উক্ত কর্মশালার পরবর্তী দিনগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী ও তাঁদের আলোচ্য বিষয়সূচী নিম্নে বর্ণিত হল—

তারিখ	বিষয়	শিক্ষক/শিক্ষিকা
11-08-2018	Importence of Vassavasa	Ven. Buddharakshit Mahastavir
12-08-2018	Significance of Silas	Smt. Bandana Seal Bhatacharya
18-08-2018	Buddhist Literature	Smt. Soma Roy
19-08-2018	Dhammacakka Pavattana Sutta	Dr. Ratansree Mahastavir
25-08-2018	Buddhism in Abroad (Tibet)	Dr. Bandana Mukherjee
26-08-2018	Saundarananda Mahakavya (Nanda Paribrajanam)	Sri Satyajit Paul
01-09-2018	Dhamma to Abhidhamma	Dr. Piyali Chakraborty
02-09-2018	A Critical Study of the Buddhist Site "Amaravati"	Smt. Aparna Barua

গত ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৮, বৌদ্ধচর্চা বিষয়ক এই কর্মশালার সমাপন দিবস উপস্থিত হয়। বিদায় সম্ভাষণমূলক সভায় প্রধান বক্তার আসন অলঙ্কৃত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দি। তিনি সমগ্র বৌদ্ধধর্মের সার কথা এবং সেই সঙ্গে চতুর আর্যসত্য, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ও প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বৌদ্ধ অধ্যায়ন চর্চার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষার্থীগণ একমাসব্যাপী এই কর্মশালায় তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ একমাস ধরে চলা (মোট আটদিন) উক্ত কর্মশালায় শিক্ষার্থীর উপস্থিতির গড় ছিল ২২ জন এবং একদিনের উপস্থিতির হিসাবে সর্বোচ্চ ২৭ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। বয়সের নিরিখে ১৮ থেকে ৮০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থী ও পরিলক্ষিত হয়। গোসাবা, শ্যামনগর, ইছাপুর, জয়নগর এমনকি হাওড়া জেলার সুদূর গ্রাম থেকেও অনেক শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ইগৎপুরীর বিদর্শন শিবিরে যোগ দেবার পূর্বে দুইজন ভিয়েতনামী শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় যোগদান করে বৌদ্ধ বিষয়ের জ্ঞানে নিজেদেরকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন।

বর্ষাবাস চলাকালীন সময় পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের এইরূপ এক শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে অন্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাই, বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া ও অন্যান্য সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মত। এখানে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল সেবার অঙ্গরূপ।

শেষ দিন মার রূপে উপস্থিত ছিল নিম্নচাপের কালো চোখ। কিন্তু এই সকল বাধা ও বহু কর্মব্যস্ততাকে অতিক্রম করে কেবলমাত্র বৌদ্ধচর্চার অমৃতসুধা আস্বাদনের তাগিদে জ্ঞান পিপাসু মানুষদের অংশগ্রহণ ছিল বলাইবাহুল্য। শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষার্থী ও সোসাইটির সকল সদস্যদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় সমগ্র কর্মশালাটি সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সমাজের আস্রব মুক্তির এবং আত্ম পরিশুদ্ধির এইরূপ কর্মকান্ডের দীর্ঘ যাত্রা কামনা করি।

মন্দিরে পশুবলি নয়—নিষেধাজ্ঞা শ্রীলঙ্কায়

কলম্বো ১৩ সেপ্টেম্বর, মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে বা দেবদেবীকে উৎসর্গ করে পশু-পাখি বলি দেওয়া চলবে না। গত ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী সভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারি এই নিষেধাজ্ঞায় সেই দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, প্রাচীনকাল থেকে এই ধর্মীয় পরম্পরা চলে আসছে। তাই সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা নিষেধাজ্ঞা আনতে পারে না। যদিও বৌদ্ধ প্রধান দেশটির পশুপ্রেমী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা মন্দিরে পশুবলি বন্ধের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। তাঁরা নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপ রাষ্ট্রের জন সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। তাদের মধ্যে ৭৫% সিংহলী বৌদ্ধ, ১৩% হিন্দু এবং ১০% মুসলিম।

সরকারের কাছে বিভিন্ন মহল থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব এসেছিল। পশুপ্রেমী সংগঠন, অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ছাড়া হিন্দুদের একাংশও এই নিষেধাজ্ঞায় পক্ষপাতী ছিল। সেই সব প্রস্তাব ও দাবি বিবেচনা করেই মন্ত্রীসভায় পাস হওয়া সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, পশু-পাখি বলি দেওয়াটা আদিম যুগের প্রথা। একবিংশ শতকে ধর্ম পালনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই নৃশংসতা মানা যায় না। গত ১২ সেন্টেম্বরের ওই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপালা সিরিসেনা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিন্দুধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ভি.এম.স্বামীনাথন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ডিরেক্টর উমা মহেশ্বরম জানিয়েছেন, হিন্দু মন্দিরগুলিতে পাঁঠা, ষাঁড়, মহিষ, মুরগি ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এবার থেকে এগুলো নিষিদ্ধ করল শ্রীলংকা সরকার। তিনি আরও বলেন, হিন্দুদের একটা বড় অংশ পশুবলি দেন না। তাঁদের মতে প্রকাশ্যে অবলা জীবজন্তুকে হত্যা করাটা অমানবিক। এগুলো প্রাচীন কালের ধারণা। এভাবে দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করা যায় না। উপাসান, আরাধনা, অন্তর থেকে নিবেদন করতে হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য গত বছর অক্টোবর মাসে জাফনা হাইকোর্টেও এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে রায় দেয়। মন্দিরে পশুবলি বন্ধের আবেদন জানিয়ে "অল সিলোন হিন্দু মহাসভার তরফে মামলাটি দায়ের করা হয়। সেই আবেদনে বলা হয়, পশু পাখি বলি দেওয়ার কথা হিন্দু গ্রন্থে উল্লেখ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসলাম ধর্মে কুরবাণির কথা পবিত্র পুরানে উল্লেখ থাকায় শ্রীলঙ্কা সরকার মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আনেনি।

বাংলাদেশে কমছে সংখ্যালঘুর হার

সম্প্রতি আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয় নিয়ে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে "ইন্দো-বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টার"। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের সাংসদ, মুক্তিযোদ্ধা, বিরোধী দল বি.এন.পি নেতৃত্ব এবং দুই দেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা।

এই সভায় আই.বির অবসর প্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা গদাধর চট্টোপাধ্যায় বলেন "১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু ছিলেন জনসংখার ১৩.৪ শতাংশ। এখন তা কমে হয়েছে ৭.৯ শতাংশ। কমেছে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের সংখ্যাও, সে দেশে তারাও নানা ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এ.টি.এম. আনিসুর রহমান বুলবুল বলেন, বি.এন.পি. নানাভাবে জামাতদের মদত দিচ্ছে। কারণ তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশটাকে আফগানিস্তানে রূপান্তরিত করা। বাংলাদেশের হিন্দু সংগঠনের নেতা প্রদীপ হালদারও এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। বিএনপি নেতা খন্দকার আশান হাবিব বলেন—সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার স্বার্থে সংসদে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন। যাতে তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা সংসদে তুলতে পারেন। বাংলাদেশের আওয়ামি লীগের সংগঠনিক সম্পাদক ও সাংসদ খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মধ্যে সমতা রক্ষায় সচেষ্ট। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি যারা লুঠ করেছে, মহিলাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের বিচার হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সেনা কর্তা সমীর কুমার মিত্র, জাতীয় শিক্ষক জয়ন্ত কুমার রায় ও অধ্যাপক পঙ্কজ রায় এবং সাংবাদিক প্রীতম রঞ্জন বসু।

আবার রক্তাক্ত বাংলাদেশ, পাহাড়ি ছাত্র নেতাসহ ৭ জনকে গুলি করে হত্যা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ফের রক্তাক্ত হল। কয়েক মাসের ব্যবধানে পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়ির সদরে বন্দুকধারীদের গুলিতে সাতজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক নেতাও রয়েছে। ১৮ আগস্ট সকালের হামলায় আরও তিনজন আহত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহতদের মধ্যে তপন চাকমা ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যেটিক ফ্রন্ট (UPDF) সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি। খাগড়াছড়ি সদর সার্কলের সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে হতাহত সকলের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই পুলিশ আধিকারিক বলেন, ১৮ তারিখ সকালের দিকে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকায় হামলার ঘটনাটি ঘটে। আহতদের খাগড়াছেড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা এলটল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা পলাশ চাকমা।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ও.সি. শাহাদাত হোসেন বলেন, এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে গত মে মাসে রাঙ্গামাটির নাকিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এর পরদিন শক্তিমান চাকমার শেষকৃত্যে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসে ব্রাশফায়ারে নিহত হন ইউ.পি.ডি.এফ. (গণতান্ত্রিক) প্রধান তপনজ্যোতি চাকমাসহ পাঁচজন।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

গ্রন্থ সমালোচনা

বন্দনা শীল ভট্টাচায

গ্রন্থ ঃ বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়াচার্য বংশদীপ
গ্রন্থকার ঃ রনজিত কুমার বড়ুয়া
প্রকাশক ঃ পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
প্রকাশকাল ঃ প্রবারণা পূর্ণিমা, ২০১৭
পৃষ্ঠা ঃ ১২০
মূল্য ঃ ১২৫ টাকা

বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়াচার্য বংশদীপ বাংলা ভাষায় রচিত বিনয়ধর প্রিয়দর্শী মহাস্থবিরের পদকোমলে উৎসর্গকৃত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বিশেষ। গ্রন্থকার গ্রন্থটির শিরনামের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রন্থটিতে তিনটি ভাগে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমভাগে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম, দ্বিতীয় ভাগে পরম শ্রদ্ধেয় বংশদীপ মহাস্থবিরের জীবন ও কর্ম এবং তৃতীয় ভাগে গ্রন্থকারের স্বদেশ ভক্তির (বাংলাদেশের উনাইনপুরা, নাইখাইন, কর্তালা অঞ্চল) বিস্তৃত পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে গ্রন্থকারের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়েছে।

'বৌদ্ধ ধর্ম ও বিনয়াচার্য বংশদীপ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে গ্রন্থকার বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য, অষ্টবিংশতি বুদ্ধবন্ধনা, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী সমাজ, মিলিন্দের ধর্মালোচনা, চতুরার্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাচ তত্ত্ব, ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, অনাত্তলক্ষণ সূত্র, বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী ৪৫ বৎসর-এর বর্ষাবাসের স্থান সমূহ, ত্যাগ-দান-শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা ভাবনা যুক্ত বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম আলোচনা করেছেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রের' সমূহের পালি-ইংরাজী-বাংলা ভাষায় একই সঙ্গে পরিবেশন তথা সূত্রের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ব্যাখ্যা পাঠকবর্গের অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বৌদ্ধ জীবন ধারায় বছরের প্রতিটি পূর্ণিমার তাৎপর্য খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। এছাড়া সংক্ষেপে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি থেকে ষষ্ঠ বৌদ্ধ সংগীতির একটি বর্ণনা আমরা পাই আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এখানে গ্রন্থকার বৌদ্ধ তীর্থ স্থানগুলোকে তাৎপর্য পূর্ণ যুক্তির সাহায্যে সংক্ষেপে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যা গ্রন্থকারের তথ্য সংগ্রহের নিরলস পরিশ্রমের পরিচয় দেয় এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকার রনজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয় যে একজন প্রকৃতই বৌদ্ধ অনুরাগী ও সুবোদ্ধা তারও আভাস পাওয়া যায়।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে বিনয়াচার্য বংশদীপ, মহাস্থবিরের কর্মময় ও ধ্যানময় জীবনের একটি সুন্দর বর্ণনা পাই। মহাস্থবির কিভাবে ছয় বৎসর বার্মা ও শ্রীলংকায় পালি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যায়ন করে সদ্ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তার বর্ণনা পাই।

গ্রন্থটির তৃতীয়ভাগে গ্রন্থকার রনজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়ের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে বেশকিছু দৃষ্টিনন্দন ছবি সংযোজন করে গ্রন্থের সৌষ্ঠব্য বৃদ্ধি করেছেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যায়, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের সভাপতি, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত, গবেষক, সুলেখক ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে গ্রন্থটির গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি করেছেন তেমনি ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত পন্ডিত ধর্মাধার সরণীর বৌদ্ধ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন Deputy Registrar, বৌদ্ধ গবেষক, সুলেখক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয় গ্রন্থটির (বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়াচার্য বংশদীপ) 'প্রসঙ্গকথা' লিখে গ্রন্থটির মর্যাদা ও মূল্যবোধ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন।

গ্রন্থকার রনজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহীত এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই, আশা রাখছি গ্রন্থটির বৌদ্ধ বিষয় পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী ও সুধীজনের কাছে সমাদৃত হবে।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

১। শ্রী অর্নব বড়ুয়া

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B.Tech in Computer Science & Engineering পাশ করে সম্প্রতি M.B.A. পাশ করেছেন Indian Institute of Management, আমেদাবাদ থেকে। পাশ করার পর Prizewater House Coopers, Mumbaiতে Associate পদে উচ্চবেতনে কর্মরত। মাতা-পিতার নাম— শ্রীমতী অনিমা বড়ুয়া ও শ্রী যিশুকান্তি বড়ুয়া। ঠিকানা— সুবর্ণপত্তন (বার্মা কলোনী), বারাসত, কলকাতা-১২৬।

২। কুমারী জয়া সিন্‌হা

Joint Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে Medinipur Medical College-এ M.B.B.S. পাঠরতা। পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে বিপ্লব সিন্‌হা ও বেবী সিন্‌হা। ঠিকানা—হবিবপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। কুমারী জয়া সিন্‌হা শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

৩। কুমারী অংকিতা বড়ুয়া

সবকটি বিষয়ে লেটারসহ, ২০১৮ মাধ্যমিকে ৯১% নম্বর পেয়ে হোলি চাইল্ড স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পিতা-মাতার নাম— মানস বড়ুয়া ও রুমি বড়ুয়া। নিবাসস্থল— ৫০টি/১এ, পটারী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৫। অংকিতা বর্তমানে টাকি গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পাঠরতা।

বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ কান্ডে ফের গ্রেফতার এক জামাত জঙ্গি

বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণে জড়িত জামাত-উল-মুজাহিদিন অব ইন্ডিয়ার (JMI) এক জঙ্গী ফের ধরা পড়ল কলকাতা পুলিশের এসটি-এফরে জালে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আবদুল রেজ্জাক। বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার চাঁদনিদহ গ্রামে। উল্লেখ্য জে.এম.আই এদেশে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জে.এম.বি-র নব্য নাম। এর আগেও এন.আই.এ. এবং এস.টিএফ. গোয়েন্দারা মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে রেজ্জাকের খোঁজ করে হদিশ পায়নি। সম্প্রতি নির্দিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বর্ধমানে লুকিয়ে রয়েছে সে। এর পরই গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিকালে বর্ধমানে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে এস.টি.এফ। এই নিয়ে এই ঘটনায় ৬জন ধরা পড়ল বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত চলিত বছরের ১৯ জানুয়ারি দলাই লামা বুদ্ধগয়ায় ঘুরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটি বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে আরও তিনটি কৌটো বিস্ফোরক উদ্ধার করে। এর পরেই এই ঘটনার যৌথভাবে তদন্ত শুরু করে এন.আই.এ এবং এস.টি.এফ.। দলাই লামাকে হত্যার মতলবেই এই নাশকতার ছক সাজানো হয়েছিল বলে তদন্তে জানতে পারেন গোয়েন্দারা।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

পণ্ডিত ধর্মাধার স্মারক বক্তৃতা ২০১৮, অংশবিশেষ—

অধ্যাপক বারিদবরণ দাস

করুণাঘন বুদ্ধের বিশ্বব্যাপী অনুরাগীবৃন্দ,আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবিরকস্মেরণ করার অবকাশ দেবার জন্য আয়োজকবর্গের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তাঁর বিষয়ে আমার শ্রদ্ধানিবদেনের পর দুটি বিষয়ে আপনাদের শরণ প্রার্থনা করি। বুদ্ধের জীবন-বিচিত্রা, তাঁর দর্শন, উপলব্ধি এবং শিক্ষা আমাদের নিত্যধ্যানের বিষয়। কিন্তু পার্থিব মানুষ তিনি কেমন দেখতে ছিলেন, কেন তাঁর এই অমিত আকর্ষক শক্তি— সে বিষয়ে কিছু নিবেদনের সূত্রে বুদ্ধ কোন্ ভাষায় তাঁর উপদেশাবলি নিবেদন করতেন সে-বিষয়েও সাধারণের কৌতূ হলের অবধিমাত্র নেই। বস্তুত এই কৌতূহলের উত্তর কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর হয়েছে।একটা পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী না হলে তাঁর অনুগমন, অনুসরণ ব্যর্থ হয়, অনুকরণ করা তো সাধ্যাতীত ব্যাপার।

ভাষাতত্ত্বের দীন ছাত্র হিসেবে আমার আ—তারুণ্য কৌতূহল আপনাদের কাছে পুনশ্চ নিবেদন করে জরামুক্তির জন্যে বুদ্ধের কাছে প্রণত হব। তিনি আমাদের কলঙ্কশূন্য থাকার জন্য প্রার্থনা করেন সদাই।

আমার একটি বোধ আমাকে সচেতন রাখে সর্বদা। সেই বোধ আমাকে নিত্য বলে তুমি কিছুই জাননা, যেটা তোমার অপরাধ নয়। কিন্তু তুমি যদি জানার প্রয়াসটুকুও না করো—তুমি অপরাধী হবে। এই মহান সভাস্থলে তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণের জন্যেই আমার আসা। অহঙ্কার আমাকে জীর্ণ করবে না, বিনয় আমাকে ভূষিত করবে—এই গোপন লিপ্সাতেস আপনাদের সান্নিধ্যে আমার উপস্থিতি। আপনারা সুন্দর, সেজন্যই ভগবান। ভগবানকে যিনি আরাধনা করেন তিনিই ভাগ্যবান। আমার সৌভাগ্যকেই আমি মাত্র ঈর্ষা করি। আমার প্রণাম ভূমিস্পর্শ করুক।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

1500 convert to Buddhism in U.P

More than 1,500 people, mostly Dalits and or from the Other Backward Classes (OBCs) converted to Buddhism in a massive religious ceremony organized at Subharti University Meerat on Wednesday.

Founder of the university Atul Krishna and his family were also among the converts. While Krishna termed the whole activity as "the need of the hour to develop a society based on the principle of brotherhood", the senior priest who presided over the event, Chandrakeerti said, "This development will definitely lead to building up of pressure on the government to seriously think why people in such large numbers are moving towards Buddhism. They should understand that unless we develop a casteless society, India cannot become a superpower."

Most of the people comprised residents of nearby villages and districts adjoining Meerut. Mamraj Singh, a villager said, "We are fed up with the present political structure that only aims at subjugating lower caste groups. Have you forgotten the violence of April 2? Our children were stuffed into jails. Converting to Buddhism will at least remove the caste tag from us."

Another local, Kirpal Singh said, "There is no harm in exploring a religion which Bhimrao Ambedkar adopted. The caste system has caused a huge amount of damage to the lower castes. If any religion can get us out of those shackles, it will do good I believe."

Anam Sherwani, spokesperson of the university said, "In all 5,000 people had turned up for the event at the Bodh Upwan in the university and 1,500 adopted Buddhism. Most of them belonged to OBC and SC categories."

Last year, the university had also started the School of Buddhism Studies and its premises had been frequented by Buddhist leaders of more than a dozen countries.

Krishna said, "For national as well as religious integration, adoption of Buddhism is vital and in current circumstances, the need of the hour. Thousands have come to participate in this session and everyone has come of their free will. The School of Buddhism Studies will open many centres all over the country. Today is just the beginning."

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- $5'2\frac{1}{2}''$ ।

২। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৪। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৫। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

৬। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৭। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৮। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

৯। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

১০। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

১১। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

5'5"

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420629663।

১৩। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

১৪। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১৫। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১৬। **পাত্রী :** কৃষ্ণনগর, নদীয়া নিবাসী, অধ্যাপক, সরকারী, পলিটেকনিক কলেজে, বয়স-৩৫, উচ্চতা- । যোগাযোগ : ফেডারেশনের অফিস।

১৭। **পাত্রী :** বেহালা নিবাসী, M.Com., পাশ, বয়স-৩২ বৎসর, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অফিসার। উচ্চতা- । যোগাযোগ : 7278430657

১৮। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

১৯। **পাত্রী :** পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী। শিক্ষা : B.E. (Civil Engineering, BESU) শিবপুর, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। যোগাযোগ : 9933928408

২০। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

বিজয়া দাশমীর উৎস ও উদ্‌যাপনের ইতিহাস

বিজয়া দশমীর সঠিক নাম অশোক বিজয় দশমী। মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করে যে বিজয় উৎসব দশ দিন ধরে পালন করেছিলেন, তাকেই অশোক বিজয়া দশমী বলা হয়। আর এই দিনেই সম্রাট বৌদ্ধ দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই এই দিনটি বৌদ্ধ ধর্মে পবিত্র উৎসব হিসাবে পালন করা হয়।

ঐতিহাসিক সত্যতা হচ্ছে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর হিংসার পথ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করার পর অনেক বৌদ্ধ স্থানে ভ্রণ করেন। বুদ্ধের জীবনচর্চা করার ও তা নিজের জীবনে পালন করার কাজ করে। তিনি বহু শিলালিপি, ধম্মস্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। সম্রাট অশোকের এই পরিবর্তনে খুশি হয়ে দেশের জনগণ ওইসব স্মারক বা স্তম্ভ সাজিয়ে দীপ জ্বালিয়ে দীপ উৎসব পালন করেন। এই আয়োজন খুব খুশি ও আনন্দের সঙ্গে দশ দিন পর্যন্ত চলে। আর দশম দিনে সম্রাট অশোক রাজপরিবারের সঙ্গে ভন্তে মোজিলিপুত্ত নিষ্প-এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ থেকে আমি শস্ত্র-র পরিবর্তে শান্তি আর অহিংসা দিয়ে প্রতিটি প্রাণীর মন জয় করার ব্রত গ্রহণ করছি। এই জন্য বৌদ্ধ জগৎ একে অশোক বিজয়া দশমী হিসাবে পালন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এক কাল্পনিক রাম আর রাবণের যুদ্ধ বিজয়ের কাহিনি প্রচার করে সম্রাট অশোকের এই মহত্ত্বপূর্ণ উৎসবকে কব্জা করে নিয়েছে।

দশহরা, দশেরা বা রাবণ বধ কী?

দশহারা, দশেরা বা রাবণ বধ—এর সঙ্গে তথ্য জুড়ে আছে সেটা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে শুরু শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহত্তম, মোট দশজন সম্রাট।

(১) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, (২) বিন্দুসার মৌয, (৩) সম্রাট অশোক, (৪) কুশাল মৌর্য, (৫) দশরথ মৌর্য, (৬) সম্প্রতি মৌর্য, (৭) শালীভুক্ত, (৮) দেববর্মা মৌর্য, (৯) সত্যধন মৌর্য, এবং (১০) বৃহদ্রথ মৌর্য।

এই মৌর্য বংশের শেষ নাবালক সম্রাট বৃহদ্রথ মৌর্য-এর সেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। ১৮৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে প্রকাশ্য রাজভায় পুষ্যামিত্র শুঙ্গ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গ বংশ স্থাপন করে। যেদিন সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গবংশ স্থাপন করে। যেদিন সম্রাট ব্যহদ্রথ-কে হত্যা করে পুষোমিত্র শুঙ্গ, তখন এই বিজয় দশমী উৎসব চলছিল, সেটা সম্রাট অশোকের সময় থেকে চালু হয়েছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বৃহদ্রথ-কে হত্যা করে যে উৎসব পালন করে তার নাম দেয়। মিজয় দশমী। অশোক বিজয়া দশমীর পরিবর্তে শুরু হয় শুধু বিজয়া দশমী। এই উৎসবে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য বংশের দশজন মরাটের আলাদা আলাদা পুতুল বানিয়ে তাঁদের দশ মাথা একসঙ্গে দহন করে। আর এ থেকেই প্রচলিত হয় দশ মাথা রাবণ দহন। আসলে দশ মাথা রাবণের প্রতীক হচ্ছে দশ জন মৌর্য সম্রাট-এর দহন বা মৌর্য বংশের বিনাশ। তাহলে কি বলা চলে, দশ মাথা রাবণের প্রতীক আসলে অশুভের প্রতীক? নাকি এই শ্রমের মাধ্যমে নিজদের ঐতিহ্যকে মুছে দেওয়ার প্রয়াস এবং নিজেদের অজান্তেই নিজেদের পূর্ব পুরুষদের অপমান করা? এই ভাবনার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সকল মুলনিবাসীর। বাবাসাহেব আম্বেদকর এই ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য এই দিনেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ওই দিনটি ঐতিহাসিক ভাবে পালন করার জন্য বাবাসাহেব তার নাম দেন ধম্মচক্র প্রবর্তন দিবস। ধম্ম অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য সমতা, স্বতন্ত্রতা, বন্ধুতা ও ন্যায়। যেটা সম্রাট অশোক অতীতে চালু করেছিলেন। আর পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সে চাকাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

সৌজন্যে ঃ কলম পত্রিকা

খবর একনজরে

● প্রায় ১২ বছর পরে সরকারি চাকরিতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিঃশর্ত কোটা বজায় রাখার পক্ষে মত দিল। এক মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেন।

২০০৬ সালে, এম. নাগরাজ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পদোন্নতির বিষয়ে সিদ্ধান্তে নেওয়ার আগে সরকারকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে।

নাগরাজ মামলার বিরোধীতা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো আবেদন জানিয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষনের কোটা প্রয়োগের শর্ত হিসাবে তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষ ও আদিবাসীরা কত পিছিয়ে, তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই তথ্য ছাড়াই তাঁদের পদোন্নতিতে সংরক্ষণ কোটা বজায় থাকবে।

স্বাভাবিক ভাবেই সুপ্রীম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন আপামর দলিত মানুষেরা।

● **ড. আম্বেদকরের নামে মুম্বাই রেলস্টেশনের নাম করার দাবি**

মুম্বাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের নাম বদলে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে রাখার দাবি জানালেন মন্ত্রী রামদাস আথাওয়ালে। গত ১২ই অক্টোবর সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী আথাওয়ালে জানান তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও রেলমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সঙ্গে দেখা করে এই দাবি জানাবেন। তিনি আরও বলেন "বাবাসাহেব আম্বেদকর" মুম্বাইতে বহুদিন কাটিয়েছেন এবং অনেক সামাজিক কাজও করেছেন। তাই মুম্বাইয়ের নাম তাঁর নামে রাখাটাই যথার্থ। আমরা খুব খুশি হব রেলওয়ে নাম পালটে বাবাসাহেবের নামে রাখলে।

নাতি-নাতনিদের মঙ্গল কামণায়—
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রী বিনয়ভূষণ বড়ুয়া

দমদম ক্যান্টনমেন্ট; কোলকাতা-৬৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত